সংবাদ

001

তারিখ ... 14 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

পলিটেকনিকের ঘটনা ও পুলিশের ভূমিকা

গত বুধবার তেজগাঁ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে যে মারদাঙ্গা দিনের বেলা একটানা দেড় ঘণ্টা ধরে চলেছে, তার তুলনা এদেশেও কম। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে চারজনের প্রাণ গেছে, আহত হয়েছে আরো অনেক ব্যক্তি। ভাঙচুর হয়েছে বহু জিনিস-পত্র এবং ইনষ্টিটিউটের ঘরদরজা। হাতবোমা, রামদা, লোহার রড, হকিষ্টিক প্রভৃতি মারণাস্ত্রের ব্যবহার চলেছে বেপরোয়া। সংঘর্ষের সময় গুলীর শব্দও শুনেছেন আশপাশের লোকেরা। এক কথায় রীতিমতো লড়াই চলেছে দুটি দলের মধ্যে এবং লড়াকুরা যা যা করে থাকে তার কিছুই বাদ থাকেনি তেজগাঁ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট যুদ্ধক্ষেত্রে।

শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করা এদেশে নতুন কিছু নয়। দলীয় শক্তি পরীক্ষার জন্য শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনগুলো উত্তম ক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত হয়ে আসছে বেশ কয়েক বছর যাবৎ। সুতরাং রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটছে সর্বত্রই। সেদিক থেকে বিচার করলে বুধবারের ঘটনার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবুও ক্রমে ক্রমে ঘটনা যেভাবে গড়িয়ে চরম অবস্থায় পৌঁছেছে এবং তার মধ্যে পুলিশ যে অদ্ভুত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে সেটাকেই বেশী অস্বাভাবিক মনে হয়। মারদাঙ্গায় হামলাকারী কারা এবং আত্মরক্ষায় কোন্ পক্ষ ব্যস্ত ছিল তা বড় কথা নয়। যুদ্ধের প্রস্তুতি যে অনেক আগে থেকেই চলছিল তা গোপন থাকেনি। এক পক্ষের লোককে অপর পক্ষ ফাঁকে পেয়ে ঠেঙ্গাচ্ছে এবং অস্ত্র সংগ্রহ ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য উভয় পক্ষই যে তৎপর হয়ে উঠেছে সেসব খবর যদি পুলিশের কাছে না পৌঁছে থাকে তাহলে এই বিভাগ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব চোখ-কান বুজেই পালনের নীতি অনুসরণ করছে। আর তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন উঠবে, বেশ কিছুদিন ধরে যেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং দু' গ্রুপ যুদ্ধং-দেহি ভাব দেখাচ্ছে সেখানে বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আগে থাকতে নেয়া হয়নি কেন? সময়মতো যথেষ্টসংখ্যক পুলিশ ফৌজ ঘটনা-স্থলে পাঠালে কি এ মারদাঙ্গা ঠেকানো যেত না?

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ছাত্রদের মধ্যে রেষারেষির ব্যাপারে নাক গলাতে না চাওয়ার দরুনই নিস্পৃহভাব দেখিয়েছিলেন কিনা সেটাও বুঝবার দরকার আছে। বিবদমান দুই গ্রুপই নাকি এমন এক ছাত্র সংগঠনের সমর্থক যার প্রতি শক্তিমানদের আশীর্বাদের কথা কখনোই গোপন করা হয়নি। সংঘর্ষে জড়িতদের এই দলীয় পরিচয় জেনেই যদি পুলিশ নিলিপ্ত থেকে থাকে তাহলে তো শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের সমূহ বিপদ। যারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বহন করে ও বে-আইনীভাবে ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না তাদের পরিচয় সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত ছাড়া আর কিছু কি হতে পারে? অপরাধ দমনের জন্য সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে অল্প কয়েকদিন আগে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই বলেছিলেন যে, দুর্বৃত্তরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তারা পার পাবে না। ঢাকা নগরীতে দুষ্কৃতকারী বলে পরিচিত ও সন্দেহভাজন অপরাধীদের পাকড়াও করার জন্য হানাদীং পুলিশের তৎপরতার খবর পত্রিকায় বেশ থাকে। কিন্তু বুঝে পাওয়া যায় না, কর্তৃপক্ষ যদি সত্যিই সজাগ তাহলে পরিস্থিতির এতটা গুরুতর অবনতি কি করে ঘটতে পারলো? পলিটেকনিকের পরিস্থিতি এখনও শান্ত হয়নি। ঢাকার ঘটনার জের হিসাবে অন্যত্রও পলিটেকনিক বিদ্যালয়গুলোতে সংঘর্ষ চলছে। এমনকি গত পরশু খোদ ঢাকাতেই অধ্যক্ষের বাসভবনে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। কাজেই কর্তৃপক্ষ তৎপর না হলে আবারও খুনোখুনি বেধে যেতে পারে যেকোন মুহূর্তে।

শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের তরফ থেকে যেমন দৃঢ়তার সাথে কথা বলা হচ্ছিল তাতে দেশবাসী কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করছিল। পুলিশ যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা রাখতে অপরাধী গ্রেফতারে বাছবিচার না করে আইনের চোখ দিয়ে সবাইকে সমানভাবে দেখতে পারতো তাহলে অবস্থার পরিবর্তন নিশ্চয়ই আশা করা যেত। কথার সাথে কাজের যে মিল আছে তা বুঝে অপরাধীরাও সমঝে চলতো এবং জনসাধারণের মনে স্বস্তি থাকতো। পলিটেকনিকের দুঃখজনক ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান জনমনে স্বস্তি ও আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যই একান্ত জরুরী।